بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে অধিক হওয়া উচিত কেননা এখন একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মাধ্যমেই খোদাতা'লা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব। মহানবী (সাঃ) এর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করে এবং তাঁর সুন্নত অনুসরণের মাধ্যমেই খোদা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে। এখন মহানবী (সাঃ)-ই দোয়া গৃহীত হওয়া ও শুভ পরিণতি লাভের একমাত্র মাধ্যম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, খোদার প্রিয়ভাজন হওয়ার একমাত্র পথ হলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অনুসরণ করা, এছাড়া আর কোন পথ নেই যা তোমাদেরকে খোদাতা'লার সাথে মিলিত করতে পারে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক জলসাগাহ্ হল্যাণ্ড, নিনস্পেট হতে প্রদত্ত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ আল্লাহ্তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হল্যান্ডের সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে। আর বেশ কয়েকবছর পর আল্লাহতা'লা আমাকেও আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করার তৌফীক দিচ্ছেন। গত কয়েক বছরে হল্যান্ড জামা'তের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; এক-তৃতীয়াংশ তো অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই পাকিস্তান থেকে এখানে হিজরত করেছেন আবার কিছু নতুন লোকও জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। যাহোক বিশ্বের অন্যান্য জামা'তের ন্যায় হল্যান্ড জামা'তও তাদের সদস্য সংখ্যা ও সামর্থের দিক থেকে উন্নতি করছে। বই-পুস্তক প্রকাশের কাজও এখন এখানে উত্তমভাবে হচ্ছে। নতুন সেন্টার এবং একটি মসজিদও জামা'তের হাতে এসেছে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, কিন্তু সর্বদা মনে রাখবেন, সদস্য সংখ্যার বৃদ্ধি বা মিশন হাউজ বা সেন্টার বানানো অথবা মসজিদ নির্ম াণ করা কেবল তখনই কল্যাণপ্রদ হয় যখন এসবের মূল উদ্দেশ্য অর্জ ন করা হয়। অতএব এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর আত্মবিশ্লেষণ করা আবশ্যক। আর পাশাপশি এ বিষয়টিও দেখা এবং অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর হাতে বয়আত করার পর আমাদের কী কী উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে? আমি যেমনটি বলেছি, বিগত কয়েক বছরে বহু আহমদী হিজরত করে এখানে এসেছেন এবং এখানকার জামা'তের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন হিজরত করেছেন? এই কারণে যে, বিশেষভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই, ধর্মের নামে আহমদীদেরকে নির্যাতন করা হয়, তাদের অধিকার হরণ করা হয়। মসজিদ নির্মাণ তো দূরের কথা, নিজেদের লোকদের তরবিয়্যত বা শিক্ষা-দীক্ষার উদ্দেশ্যে জলসা ও ইজতেমা করতেও আমাদের বাধা দেয়া হয়, বরং আইনগত দিক থেকে নিজেদের ঘরেও নামায আদায় করার অধিকার আমাদের নেই। কুরবানীর ঈদে আমরা পশু কুরবানী করতে পারি না,আইন আমাদেরকে এর অনুমতি দেয় না, একারণেও মামলা হয়। অতএব প্রত্যেক আহমদী, যে সেসব বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত, স্বাধীন জীবন যাপন করছে, যার সে পাকিস্তানে সম্মুখীন ছিল, এ কারণে পূর্বে র তুলনায় আরো বেশি আল্লাহ্তা'লার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় তা যথাযথভাবে পালনের পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত ও নৈতিক অবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের কর্ম যদি আল্লাহ্তা'লা নির্দেশাবলী সম্মত না হয়, আমরা যদি নিজেদের মাঝে পূর্বের চেয়ে অধিক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির চেষ্টা না করি আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ পূর্বের তুলনায় অধিক আমাদের দ্বারা প্রকাশ না পায় তাহলে এই স্বাধীনতায় কী লাভ? এসব জলসায় যোগদান করে কীলাভ? এসব মসজিদ নির্ম াণ করে লাভ কী? এই স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে তখন লাভজনক হবে যখন আমরা বয়আতের পর করণীয় কর্তব্য পালন করবো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) একস্থানে জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ও তাঁর হাতে বয়আতকারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, এই অধমের হাতে বয়আতকারী সকল নিষ্ঠাবান বন্ধুর সামনে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বয়আত করার উদ্দেশ্য হলো, জগতের মোহ শীতল হওয়া আর মহাসম্মানিত প্রভু ও প্রিয় রসূল (সাঃ)এর ভালোবাসা মনমস্তিষ্কে ছেয়ে যাওয়া আর এমনভাবে জগৎবিমুখ হওয়া যার কল্যাণে পরকালের যাত্রা আর কষ্টদায়ক মনে হবে না। অতএব অত্যন্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, আমার হাতে বয়আতের পর কেবল মৌখিক দাবির মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকো না বরং নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর নিষ্ঠা ও বিশ্ব স্ততার ক্ষেত্রে উন্নতি তখন হতে পারে যখন আল্লাহ্তা'লা এবং তাঁর প্রিয় রসূল (সাঃ)এর প্রতি ভালোবাসা অন্য সব ভালোবাসা থেকে

অগ্রগণ্য হবে। তাই বয়আতের শর্তসমূহেও তিনি এই শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, বয়আতকারী আল্লাহ্‌তা'লা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নির্দেশকে সকল বিষয়ে কর্মপন্থা আখ্যা দিবে। অতএব এসব জলসা এজন্য আয়োজন করা হয় যেন বার বার আমাদের এ কথা স্মরণ করানোর ব্যবস্থা থাকে যে, আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য কী? এটি কোন সামান্য বিষয় নয় যে, জগতের প্রতি মোহ সম্পূর্ণ ভাবে দূরীভূত হবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা তার ওপর প্রাধান্য লাভ করবে, এর জন্য অনেক চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যেহেতু বয়আতের অঙ্গীকার করেছি তাই আমাদের এই চেষ্টা-সাধনা করা উচিত এবং করতে হবে।

এরপর যে বিষয়ের প্রতি তিনি (আঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হলো- রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর প্রতি ভালোবাসা। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর প্রতি ভালোবাসা সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার চেয়েঅধিক হওয়া উচিত,তাদের সবার ঊর্ধ্বে হওয়া উচিত, কেননা এখন একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মাধ্যমেই খোদাতা'লা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব। মহানবী (সাঃ)এর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করে এবং তাঁর সুন্নত অনুসরণের মাধ্যমেই খোদা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে। এখন মহানবী (সাঃ)-ই দোয়া গৃহীত হওয়া ও শুভ পরিণতিলাভের একমাত্র মাধ্যম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, খোদার প্রিয়ভাজন হওয়ার একমাত্র পথ হলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর অনুসরণ করা,এছাড়া আর কোন পথ নেই যা তোমাদেরকে খোদাতা'লার সাথে মিলিত করতে পারে। এক-অদ্বিতীয় খোদার অন্বেষণই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এটিই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, আমরা শুধু এক-অদ্বিতীয় খোদার সন্ধান করব, আর কোন কিছুর সন্ধান করব না, অন্য কিছুকে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড় করাব না। তিনি (আঃ) বলেন, শির্ক ও বিদআত পরিহার করা উচিত। সামাজিক প্রথা ও কামনা-বাসনার দাসত্ব করা উচিত নয়। তিনি (আঃ) বলেন, দেখ! আমি পুনরায় বলছি যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সত্যপথ (অনুসরণ করা) ছাড়া আর কোনভাবেই মানুষ সফল হতে পারে না।

এরপর বলেন, তোমরা নিজেদের মাঝে জগৎ বিমুখতার বৈশিষ্ট সৃষ্টি কর। অর্থাৎ এমন অবস্থা সৃষ্টি কর যা জগতের ক্রীড়া-কৌতুক ও চাকচিক্য থেকে তোমাদের পৃথক করে দিবে। তোমাদের প্রতিটি কর্ম যেন আল্লাহ্‌তা'লা ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর নির্দেশের অধীন হয়ে যায়। নিশ্চয় জাগতিক আয়-উপার্জন এবং জাগতিক কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়, আল্লাহ্‌তা'লাই এগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীগণ (রাঃ) এসব কাজ করতেন। তারাও ব্যবসা করতেন, বাণিজ্য করতেন। তাদের বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। তারাও লক্ষ-কোটি টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন করতেন এবং লক্ষ-কোটি টাকার সম্পদের মালিক ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা ও তাঁর রসূলের ভালোবাসা তাদের কাছে ছিল অগ্রগন্য। আর এই বিষয়টি সর্বদা তাদের দৃষ্টিপটে থাকতো যে, আমাদেরকে যথাযথ ভাবে খোদার ইবাদতও করতে হবে আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নির্দে শাবলী পালনও করতে হবে। তাদের এই উৎকণ্ঠা থাকতো যে, কোথাও আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ না হয়ে যায় যার ফলশ্রুতিতে আমাদের প্রেমাস্পদ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য ও নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় উন্নতি সাধনের জন্যই আমরা এই তিন দিবসীয় অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি। সুতরাং এটি সর্ব দা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং এটিই আমাদের চিন্তাচেতনা হওয়া উচিত। অর্থাৎ ভাবতে হবে যে, আমাদের এখানে তিনদিনের জন্য একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য কী? এটিই যে, আমরা যেন এই আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হই, নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় উন্নতি সাধনের চেষ্টা করি এবং নিজেদের পাপসমূহ দূর করি, আর এই দিনগুলোতে ইবাদতের পাশাপাশি যিকরে ইলাহী ও ইস্তেগফারের প্রতিও মনোযোগী হই। বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো, এই তিনদিনকে একটি প্রশিক্ষণ শিবির মনে করা এবং আমাদের ব্যবহারিক অবস্থায় যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে; আর তা হয়েও যায় যখন মানুষ একটি পরিবেশ থেকে বাহিরে যায়। সেগুলো দূর করার চেষ্টা করুন।

অতএব জলসার উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি লাভ এবং তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া। তিনি (আঃ) এক স্থানে, এক উপলক্ষ্যে এটিও বলেছেন যে, এটি জাগতিক মেলার মতো কোন মেলা নয় যে, আমরা একত্রিত হলাম আর হৈ হুল্লোড় করলাম এবং সমবেত হলাম আর নিজেদের সংখ্যা প্রকাশ করলাম, এটি উদ্দেশ্য নয়। অতএব জলসায় আগমনকারী পুরুষ, মহিলা, যুবক, বৃদ্ধ সকলের এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত যেন তার ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, যাতে করে আল্লাহ্‌তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। অতএব আমাদের এটি মনে করা উচিত নয় যে, আমরা শুধুমাত্র আনন্দ ফুর্তির জন্য এক স্থানে একত্রিত হয়েছি আর খোশগল্প করে সময় কাটিয়ে আমরা চলে যাব। যদি চিন্তা ভাবনা এমনটিই হয়ে থাকে তাহলে, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, জলসায় আসা বৃথা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) পুণ্য করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে, যার মাঝে সেসব পুণ্যও রয়েছে যা আল্লাহ্‌তা'লার অধিকার

প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত এবং সেসব পুণ্যও রয়েছে যা আল্লাহ্‌তা'লার বান্দাদের অধিকার প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত–বলেন, প্রতিদান বা পুরস্কার লাভ হোক বা না হোক নেকী করা উচিত শুধু যেন খোদাতা'লা প্রসন্ন হন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয় আর তাঁর নির্দেশ পালিতহয়। অতএব এটি হলো প্রকৃত ভালোবাসার নিদর্শন অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি ভালোবাসার দাবি হলো তাঁর নির্দেশাবলী পালন করা যাতে ইবাদতও অন্তর্ভুক্ত আর আল্লাহতা'লার বান্দাদের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। আর এসব নির্দেশাবলী আমরা এ উদ্দেশ্যে পালন করব না যে, এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে প্রতিদান দিবেন বা কোন পুণ্য লাভ হবে। তিনি (আঃ) বলেন, যদিও এটি সত্য কথা যে, আল্লাহ্‌তা'লা কোন পুণ্য কাজকে বৃথা যেতে দেন না,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (সূরা তওবাঃ ১২১)

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্‌তা'লা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো নষ্ট করেন না।

কিন্তু পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীদের পুরস্কারের বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত নয়। অতএব প্রকৃত পুণ্য হলোকোন প্রকার লোভ-লালসা বা পুরস্কারের আশা না রেখে পুণ্য করা। আল্লাহ্‌তা'লা অবশ্যই সেই পুণ্যকর্মের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। অতএব যেখানে আমাদের খোদা আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আমাদের কত বেশি দায়িত্ব বর্তায়, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সেই সমস্ত কথা মেনে চলা যা করার নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে এবং সেই সমস্ত পাপ এড়িয়ে চলা যা এড়িয়ে চলার নির্দে শ তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। এখানে অর্থাৎ এসব উন্নত দেশে এসে এবং স্বাধীনতার নামে সকল প্রকার বৃথা কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ার পরিবেশে এসে আমাদের স্বীয় অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। কখনো কখনো স্বচ্ছলতা পুণ্যকাজ সম্পাদনে বাধা হয়ে যায়। অবস্থা ভালো হলে মানুষ তার অতীতকে ভুলে যায়। আমরা মনে করি, অমুক পার্থিব কাজ যদি না করি তাহলে আমাদের ক্ষতি হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, রিযিকদাতা হলাম আমি।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর হাতে বয়আতের দাবি যদি পূর্ণ করতে হয় তাহলে আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, এই সত্যকে অনুধাবন কর যে, আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসায় রঙিন হয়ে ইবাদত করতে হয়। এটিই প্রকৃত বিষয়। আর ব্যক্তিগত ভালোবাসার প্রেরণায় যদি ইবাদত করা হয় তাহলে জাগতিক সব উদ্দেশ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখনই ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যথার্থতা প্রকাশিত হবে। আর পার্থিব উদ্দেশ্যাবলী উঠে গেলে খোদা এমন স্থান থেকে রিযিক দিবেন যা মানুষের কল্পনা বা ধারণায়ও থাকে না। যেমনটি আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা তালাকঃ ৩-৪)

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্‌তা'লা তার জন্য কোন না কোন এমন পথ উন্মুক্ত করবেন আর তাকে সেখান থেকে রিযিক দিবেন যেখান থেকে রিযিক পাওয়ার কোন ধারণাই তার থাকে না।

এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, অতএব স্বাচ্ছন্দ্য লাভের নীতি হলো তাকওয়া। এরপর তিনি বলেন, এটি একান্ত সত্য কথা যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রকৃত বান্দাদের কখনো ধ্বংস করেন না বরং তাদেরকে অন্যদের সামনে হাত পাতা থেকে রক্ষা করেন। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো- কোন ব্যক্তি যদি খোদাপ্রেমী এবং সত্যিকারের মু'মিন হয় তাহলে তার সাত প্রজন্মের ওপর খোদাতা'লা স্বীয় রহমত এবং বরকতের হাত রাখেন এবং তাদের সুরক্ষা করেন, কেবলমাত্র সে ছাড়া যে দুর্ভাগ্যবশত এমন কোন কাজ করে বসে যার ফলে সে আল্লাহ্‌তা'লার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তিনি (আঃ) বলেন, মানুষের উচিত সকল মাধ্যম জ্বালিয়ে দেয়া বা ভুলে যাওয়া। আর কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ভালোবাসার মাধ্যমকেই অবশিষ্ট রাখ। এটি সত্য কথা, যে ব্যক্তি খোদার হয়ে যায়, খোদাও তার হয়ে যান। এমন হয়ে যাও যেন খোদার কল্যাণরাজি এবং তাঁর কৃপার নিদর্শন তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। যে ব্যক্তির দীর্ঘজীবী হওয়ার উদ্দেশ্য কেবল ইহ-জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুখভোগ হয়ে থাকে, তার দীর্ঘজীবী হওয়া কী কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। অর্থাৎ যার উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘায়ু লাভ করা এবং ইহজাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ লাভ করা, তার এতে কী লাভ হবে? তার মাঝে তো খোদার কোন অংশ নেই। তিনি বলেন, সে তো তার জীবনের লক্ষ্য শুধুমাত্র ভালো খাবার খাওয়া ও মন ভরে ঘুমানো আর স্ত্রী-সন্তান এবং ভালো বাড়ি অথবা ঘোড়া ইত্যাদি রাখা কিংবা ভালো বাগান অথবা ফসলের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখে। বরং সে বান্দা আখ্যায়িতই হতে পারে না, এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার বান্দা ও তাঁর ইবাদতকারী আখ্যায়িত হতে পারে না বরং সে তার স্বার্থের পূজা করছে। তিনি বলেন, সে তো শুধুমাত্র প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও জৈবিক ভোগ বিলাসকেই তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপাস্য বানিয়ে রেখেছে, এটিই তার কামনা-বাসনা। কিন্তু খোদাতা'লা মানব সৃষ্টির পরম লক্ষ্য এবং

মৌলিক উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতকে নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা যারিয়াত: ৫৭)

অর্থাৎ ঃ আর আমি মানুষ ও জিনকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

তিনি বলেন, অতএব তিনি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন,এখানে সিদ্ধান্ত প্র দান করেছেন, সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহতা'লার ইবাদতই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর কেবল এই লক্ষ্যেই পুরো বিশ্বজগত সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে অন্যান্য উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য বাসনাই দেখা যায়।

সুতরাং এসব বিষয় দেখে আমাদের চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত যে, আমরা কীভাবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনকারী হতে পারি। শুধু এই পার্থি ব জীবনেরই চিন্তা করবেন না। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আমাদের শ্রম শুধুমাত্র যেন এই জগত অর্জনের জন্য ব্যয় না হয়ে যায়, বরং আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমরা যেন আমাদের সকল শক্তি-সামর্থকে নিয়োজিত করতে পারি। এসব দেশে এসে আমরা যেন আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহরাজি লাভ করার চেষ্টায় তার ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) যেমনটি বলেছেন, আমাদের ইচ্ছা এবং চাওয়া-পাওয়া যেন ভিন্ন না হয় বরং আমরা যেন স্বীয়স্রষ্টাকে চিনে আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অর্জনকারী হই। আর এ যুগে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)কে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন তা বাস্তবায়নকারী হতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি ঈমানকে শক্তিশালী এবং দৃঢ় করাআর মানুষের নিকট আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে দেখানোর জন্য, কেননা প্রত্যেক জাতির ঈমানী অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব ল হয়ে পড়েছে আর পরকালকে শুধুমাত্র একটি কিচ্ছা-কাহিনী মনে করা হয়। আর প্রতিটি মানুষ নিজ ব্যবহারিক অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ করছে যে, এই জগৎ এবং জাগতিক সম্মান ও প্রতিপত্তির ওপর সে যতটা বিশ্বাস রাখে এবং জাগতিক উপায় উপকরণের প্রতি তার যতটা আস্থা রয়েছে তদ্রুপ বিশ্বাস এবং আস্থা আল্লাহ্‌তা'লা এবং পরকালের উপর তার মোটেই নেই। মুখে এক কথা কিন্তু হৃদয়ে জগতপ্রেমের প্রাধান্য বিদ্যমান। মুখে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নাম রয়েছে কিন্তু অন্তরে পার্থিব ভালোবাসা প্রবল আর কর্মের মাধ্যমে এ প্রাবল্য প্রকাশ পেয়ে যায়। তিনি বলেন, ইহুদীদের মধ্যে যখন খোদাপ্রেম শীতল হয়ে গিয়েছিল তখন মসীহ্ আগমন করেছিলেন তাদেরকে ধর্মের পথে এবং খোদার দিকে আনয়নের জন্য আর এখন আমার যুগেও একই অবস্থা বিরাজমান। অতএব, আমিও প্রেরিত হয়েছি যেন পুনরায় ঈমানের যুগ আসে এবং হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। অতএব, আজ আমাদের কাজ হলো- তাঁর হাতে বয়াত করার দাবি পূর্ণ করে খোদা-প্রেমের ময়দানে এগিয়ে যাওয়া, নিজেদের অন্তরে তৌহিদকে প্রতিষ্ঠিত করা আর খোদাতা'লা ও তাঁর রসূল (সাঃ)এর প্রতি ভালোবাসার বিপরীতে ইহজগৎ ও এর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে পেছনে ঠেলে দেয়া এবং নিজেদের ভেতর এসব পবিত্র পরিবর্ত ন সৃষ্টির পাশাপাশি এ সমাজকেও খোদাতা'লার নিকটতর করার চেষ্টা করা। আজ জগদ্বাসী খোদাতা'লার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী হয়ে গেছে এবং প্রতি বছর বহু সংখ্যক লোক খোদাতা'লার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী হয়ে পড়ছে এবং ধর্মকে পরিত্যাগ করছে।

অতএব, এমন লোকেরা যেখানে খোদাকে অস্বীকার করছে, এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদেরকে নিজেদের অন্তরে খোদাপ্রেম সৃষ্টি করে পৃথিবীবাসীকেও খোদাতা'লার অস্তিত্বের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। তখনই আমরা এ জলসার উদ্দেশ্যকেও পূর্ণকারী হতে পারব এবং তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর সাথে কৃত বয়আতের দাবি পূর্ণ করতে পারব। আমাদের সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়েও খোদাতা'লার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আর এটাও স্মরণ রাখুন যে, এসব কিছু আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। কাজেই তাঁর অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করার জন্যও অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে আর এদিকে অনেক মনোযোগ দিতে হবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে এর সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
27 September 2019

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org